ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পর্দায় ফিরছেন সোনম কাপুর — পৃঃ ৫

বার্সায় নতুন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন নেই: রাফিনহা — পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৮ ● কলকাতা ● ২৪ ভাদ্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

যে সব পুজো কমিটি টাকা নেবে না, তাদের না দিয়ে অন্যদের দেওয়া হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল দেশ। সেই ঘটনার জেরে রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া পুজোর অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছে কিছু পুজো কমিটি। অনুদান ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকের প্রথমেই পুজোর বিষয়ে নিজের মতামত জানান মুখ্যমন্ত্রী।পুজো কমিটির পাশাপাশি প্রশাসনের কর্তাদের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পুজো আসছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখে নিতে হবে। পুজো কমিটিগুলোর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক ডিএম, এসপি এলাকা ভিজিট করুন। ভিজিট করে দেখুন, কার কী সমস্যা রয়েছে। আগে যেমন আমরা করতাম, আইসি-দেরও বলব, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ভিজিট করুন। যেখান থেকে মিড ডে মিল দেওয়া হয়, সেই সব জায়গায় শিক্ষা দফতরের

তরফেও নজরদারি করুন।" তিনি আরও বলেন, "কোনও স্তরে স্থানীয় সমস্যা থাকলে, মিটিয়ে ফেলুন।আর যদি মনে হয়, আপনার দ্বারা হচ্ছে না, তা হলে মুখ্যসচিবকে জানান। সাধ্য মতো কাজ করুন। আমার সঙ্গে কথা বলার থাকলে কথা বলুন।" পর্যটন, তথ্য সংস্কৃতি, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাঙাচোরা রাস্তা দ্রুত মেরামত করতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই কাজ না হলে যে আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ রাজ্য সরকার আর বরাদ্দ করবে না, তা-ও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, যে সব পুজো কমিটি সরকারি অনুদান নেবে না, তাদের বাদ দিয়ে নতুন পুজো কমিটিদের অনুদান দেওয়া হবে।মমতা বলেছেন, "পুজোর টাকা নিয়ে এ বার অতিরিক্ত কিছু আবেদন আমাদের কাছে এসেছে। সবাইকে হয়তো সাহায্য করতে পারব না। ৪৫০ কোটি খরচ হয় ক্লাবগুলিকে দেওয়ার জন্য। সেই টাকা মঙ্গলবার থেকে দেওয়া শুরু হবে।" তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ না নিতে চান, ঠিক আছে। নতুন যে লিস্ট এসেছে, বা আবেদন করেছেন, তাদের দিয়ে দেবেন। নতুন অনেকের আবেদন আমাদের কাছে এসে পড়ে আছে। সবাইকে হয়তো পারব না একসঙ্গে দিতে। কারণ, টাকাটা বেড়ে অনেকখানি হয়ে গিয়েছে।" প্রসঙ্গত, এ বার পুজো অনুদান না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে নেতাজিনগর বাস্তুহারা সমিতি। সরকারি পুজো অনুদান তারা যে নেবে না, ইতিমধ্যেই বেহালা থানাকে মেল করে তা জানিয়ে দিয়েছে বেহালার সবেদা বাগান ক্লাব। কলকাতার গার্ডেনরিচের মুদিয়ালি আমরা কজন পুজো কমিটিও পুজোর অনুদান নেবে না বলে জানিয়েছে। এ ছাড়াও, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার কয়েকটি পুজো কমিটিও সরকারি অনুদান না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।যদিও, বাদল পল্লি মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি, বাঁশদ্রোণী কালীতলা পার্ক নাগরিক সেবা সমিতি এবং নিবেদিতা পার্ক অ্যাসোসিয়েশন আবার সরকারি অনুদান পেতে নতুন করে আবেদন জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই তিন পুজো কমিটি পুজোর অনুদান পাবে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর।মমতা বলেছেন, "পুলিশি অ্যাকশন এখন থেকেই করতে হবে। যাতে পুজোর সময় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা না হয়, তা দেখতে হবে। যার যা খুশি থিম করার অধিকার আছে। কিন্তু এমন কিছু আমরা করব না, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকেই দায়িত্ব নিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "এই পুজোকে কেন্দ্র করে অনেকের রুজিরোজগার হয়। অনেক বিদেশি অতিথিরা আসেন। সারা দেশ থেকে মানুষ আসেন। তাঁদের যেন কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সেটাও দেখতে হবে।"

সুপ্রিম কোর্ট
মমতাকে নির্দেশ দিলেন

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী: নিউজ সারাদিন : সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিআইএসএফকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যের হাসপাতালগুলির বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে মন্তব্য না করে, তিনি মূলত জানতে চেয়েছেন হাসপাতাল-গুলিতে বাস্তবে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য সরকারকে হাসপাতাল-গুলিতে করা কাজের অগ্রগতি জানাতে বলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে মেডিক্যাল কলেজগুলির উপর জেলার কালেক্টরদের নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই নির্দেশের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের প্রতি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি উন্নত করতে রাজ্যকে তাদের প্রচেষ্টা প্রদর্শনের জন্য চাপ দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর

অ্যাকসন মুডে সিবিআই

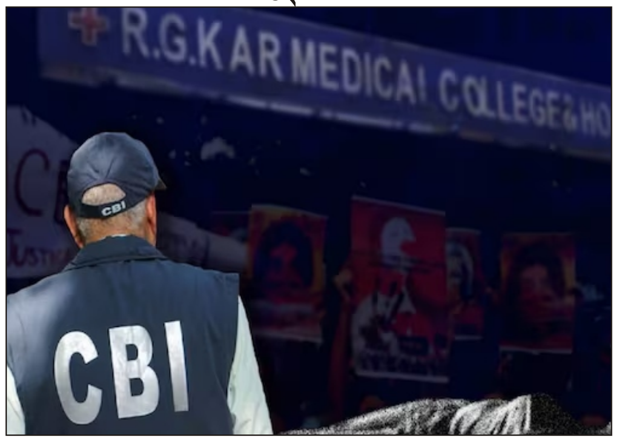

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি শেষ হতেই ফের অ্যাকশন মোডে সিবিআই-এর স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তদন্ততে আরজি কর হাসপাতালে ফের সিবিআইয়ের টিম। প্রসঙ্গত, সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। ফের সামনের সপ্তাহে হবে এই মামলার শুনানি।আর এদিনই দুপুরে সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের টিম পৌঁছায় আরজি কর হাসপাতালে। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে তদন্ত করছেন সিবিআই অফিসাররা।

এদিকে, আর জি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে ক্রমশ চড়ছে আন্দোলনের সুর। এই পরিস্থিতিতে আজ সুপ্রিম কোর্টে ধর্ষণ-খুন মামলার শুনানি হল। একই সঙ্গে মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ডাক্তারদের কাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

আর জি কর কাণ্ডে একাধিক প্রশ্ন সিবিআই এর

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় তদন্ত করতে এসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর তদন্তে একের পর এক মারাত্মক অভিযোগ উঠে এসেছে। যেমন সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শুরু করে ফরেনসিক সব বিষয়ই বেশকিছু তথ্য তাদের হাতে এসেছে।

প্রধান বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭ ই সেপ্টেম্বর ফের সিবিআইকে স্ট্যাটাস জমা দিতে বলেছে। এমনকি এই মামলার শুনানিতে সিবিআই এর তরফে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দ্রুত দেহ সৎকারের জন্যই নির্দিষ্ট সময়ের পরে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এই দিনের শুনানিতে সিবিআই একাধিক রহস্যের কথা উল্লেখ করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে কিন্তু ময়নাতদন্তের সময় নিয়ে প্রশ্ন করেছে সিবিআই। অন্যদিকে তিলোত্তমার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে মেনে নিয়েছে সিবিআই। ময়নাতদন্তের সঙ্গে একটি চালানের উল্লেখ করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। এই তথ্য প্রধান বিচারপতি চাইলে রাজ্যের আইনজীবী তা দিতে পারেননি। তাহলে এই সমস্ত নথি ছাড়া কি করে ময়নাতদন্ত হলো সেই প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

ঘটনার পাঁচদিন পর সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে ততদিনে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ নিয়েও যখন সওয়াল জবাব চলছিল তখন রাজ্যের আইনজীবী জানান চারটি ভাগে সমস্ত ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বাল একটি টেকনিক্যাল গ্লিটজের কথা উল্লেখ করেন। তবে কি সেই ত্রুটি তা স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে সম্পূর্ণ ফুটেজ দেওয়া হয়নি বলে সিবিআই এর আশঙ্কাই সঠিক হল।

পোর্ট আঞ্চালে গণেশ উৎসবের ধুম

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ১০ দিনব্যাপী গণেশ উৎসব সারা দেশে পালিত হয়। মহানগর কলকাতাতেও পালিত হচ্ছে গণেশ উৎসব। ১৭ সেপ্টেম্বর অনন্ত চতুর্দশীতে গণেশ উৎসব শেষ হবে। বন্দর এলাকার জৈনকুঞ্জেও পালিত হচ্ছে গণেশ উৎসব। এই সময়ে শ্রী রাম ভুওয়াল তিওয়ারি, মতলুব খান, চন্দন, রাজা, বিনীত শুক্লা, হরিশ তিওয়ারি, বিবেক শুক্লা, রক্ষিত তিওয়ারি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গণেশ উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার দেশের সেরার শিরোপা পেলো

হুগলি: নিউজ সারাদিন : চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশের তদন্তের কাজে বাজেয়াপ্ত সামগ্রী থাকে থানায় বা কোর্টের মালখানাতে। বিচারপ্রক্রিয়ায় আদালতে যা বিভিন্ন সময়ে পেশ করতে হয়। স্থানাভাবের জন্য মালখানাতে ঠাসাঠাসি করে রাখতে হয় বাজেয়াপ্ত সামগ্রী। সারা দেশের থানাগুলিতেই এই সমস্যা আছে কমবেশি। কোনও মামলায় যদি কোনও গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়, তা অনেক সময় থানা প্রাঙ্গনেই রাখতে হয় বাধ্য হয়ে। কোনও কোনও মামলা চলে অনেক বছর ধরে। তখন সেই মামলায় বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রীকে দীর্ঘদিন ধরে একইরকম ভাবে সুরক্ষিত রাখা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, মূলত স্থানাভাবের কারণে। হাজারটা বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রীর মধ্যে দশ বছর আগে বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের চিহ্নিতকরণও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কখনও কখনও। এই সমস্যারই অভিনব প্রযুক্তিগত সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, কমিশনার অমিত জাভালগির নেতৃত্বে। মালখানাকে বারকোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ 'ডিজিটাইজ' করা হয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সব থানায়, যাতে প্রতিটি সামগ্রীকে চিহ্নিত করা যায় সহজে। তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণের এই উদ্যোগ সম্প্রতি স্বীকৃতি পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। E-governancব-এর ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক পেয়েছেন কমিশনার অমিত জাভালগি এবং তাঁর টিম। মিলেছে দেশের সেরার শিরোপা।

পুষ্টি মাস ২০২৪-এর মূল বিষয় -

পরিপূরক পুষ্টির মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হোক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক সপ্তম রাষ্ট্রীয় পুষ্টি মাস পালন করছে। এক মাসব্যাপী এটি আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল-পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক পরিবর্তনে উৎসাহ দেওয়া। এ বছর পুষ্টি মাসের মূল দিকটি হলো শিশু পুষ্টির উপযোগী পরিপূরক খাদ্যাভাস গড়ে তোলা। সপ্তম পুষ্টি মাসে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পুষ্টিগত উন্নতিসাধনে নানাবিধ আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ এ' জাতীয় প্রতিবেদন জমা পড়েছে। শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে পরিপূরক খাদ্যাভাসের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় ২০ লক্ষেরও বেশি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। শিশুর ছ'মাস বয়স বা তারপর থেকে মাতৃদুগ্ধের অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্টি সহায়ক খাবারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে সহায়ক পুষ্টি। স্থানীয়ভাবে তা পাওয়াও সম্ভব।

শিশুর বেড়ে ওঠার বয়সের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। কারণ, বেড়ে ওঠার সময় অপুষ্টিগত ঝুঁকি থেকে যায়। ফলে, শিশু স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে জনসচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। সেইসঙ্গে, খাদ্যের গুণমানও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। সপ্তম রাষ্ট্রীয় পুষ্টি মাসে দেশ জুড়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলেছে। ৭৫৬টি জেলা এবং ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিশুর পুষ্টিকর খাবারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে সার্বিক জনসচেতনতা প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে।

আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগকারী

সচেতনতা বাড়াতে আইইপিএফএ-এর বার্ষিক হাফ ম্যারাথন 'নিবেশক মশাল'-এর আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফএ) ফলিত অর্থনীতি গবেষণা জাতীয় পরিষদ (এনসিএইআর) এবং পরদাদা পরদাদি এডুকেশনাল সোসাইটি পিপিইএস- এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে অনুপশহরে পিপিইএস ক্যাম্পাসে গতকাল বার্ষিক হাফ ম্যারাথন অর্থাৎ 'নিবেশক মশাল'-এর আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য হল আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগে সচেতনতা বৃদ্ধি। ৪৫ টি বিদ্যালয় এবং স্থানীয় এলাকাবাসীসহ এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৪,৫০০-রও বেশি। এমসিএ-র যুগ্ম সচিব এবং আইইপিএফএ-র সিইও শ্রীমতি অনিতা শাহ একেলা পতাকা নেড়ে এই ম্যারাথন যাত্রার সূচনা করেন। আর্থিক সাক্ষরতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মঞ্চ গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। হাফ ম্যারাথনে ১০ কিমি, ৫ কিমি সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা ছিল। উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে এবং দেশজুড়ে সচেতন আর্থিক সিদ্ধান্ত

এরপর ৩ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে বড়সড় ধাক্কা খেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ইডির তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। তাই তিনি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আর সেখানেই তিনি ধাক্কা খেলেনো। শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয় তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ইডির তরফ থেকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এবার আর কিছু করার নেই। দুজনের আবেদনই খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যদিও এর আগে

এরপর ৩ পাতায়

আরজিকর কাণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ "কোন টাকার কথা বলা হয়নি"

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : আজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল সর্বত্র। রাজ্য রাজনীতিতেও ক্রমাগত ঝড় উঠছে। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে ১০ লক্ষ টাকার কথা বলা হয়েছিল সেই বিষয়ও উত্তাল সর্বত্র। এবার এই আরজিকর কাণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতারপরিবারের উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়লেন। গত ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যায় বেহালায় একটি অনুষ্ঠানে আরজি কর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেছিলেন ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও বারবার নিশানা করেছেন তাঁকে। তাই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে এই ঘটনার সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন কোন টাকার কথা বলা হয়নি। কোথায় টাকার কথা বলা হয়েছে? সেই প্রমাণ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করার পর বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলতে থাকেন রাজ্যের মেয়ের দাম ১০ লক্ষ টাকা! জনমানসে প্রশ্ন উঠতে থাকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে এইরকম কথা বলতে পারেন? এদিকে মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন সরকারি ক্ষতিপূরণ নেবে না। তিলোত্তমার বাবা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন " পরিবারকে কোন টাকার কথা বলা হয়নি। মেয়ের স্মৃতিতে ভাল কাজ করতে হলে বলবেন। এই কথা বলেছিলাম। প্রমাণ দিতে হবে কোথায় টাকার কথা বলা হয়েছে"?

২ পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে বড়সড় ধাক্কা খেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে সিজিও কমপ্লেক্সে জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এবার যখন এদের দুজনকে, জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য দিল্লিতে ডাকা হয় তখন অভিষেক এবং রুজিরা দিল্লিতে যাবে না জানিয়েছেন। ইডির তরফ থেকে বলা হয়েছিল কলকাতায় জেরা করলে তাদের নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে। সেই জন্যই তাদের দিল্লিতে ডাকা হয়েছে। এই বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন তদন্তের নামে দিল্লিতে বারবার ডাকার ফলে তাকে ও তার পরিবারকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাই অভিষেকের প্রশ্ন কলকাতায় ইডির অফিস থাকা সত্ত্বেও কেন কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ন? সেই জন্য ইডির র সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দারস্ত হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ পাতার পর

আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগকারী সচেতনতা বাড়াতে

আইইপিএফএ-এর বার্ষিক হাফ ম্যারাথন 'নিবেশক মশাল'-এর আয়োজন

গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়াই সংগঠনের অঙ্গীকার। এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা সহ বিনিয়োগকারী সচেতনতা এবং সুরক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আর্থিক শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে সংগঠন একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করে পরদাদা পরদাদি এডুকেশন সোসাইটি ক্যাম্পাসে। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন এনসিএইআর-এর আইইপিএফ চেয়ার প্রফেসর ডঃ সি এস মহাপাত্র। ব্যাঙ্ক, নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষাক্ষেত্রের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে অংশ নেন। দেশজুড়ে আর্থিক সাক্ষরতার উদ্যোগকে জোরদার করতে গ্রাম এবং আধা শহর এলাকায় আর্থিক শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে সম্মেলনে বিভিন্ন কৌশল প্রক্রিয়া নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে ওয়াকিবহাল মহল গড়ে তুলতে আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা।

আইইপিএফএ-র অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমাজের সমস্ত স্তরে আর্থিক সাক্ষরতা গড়ে তোলার এই উদ্যোগকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আর জি কর নিয়ে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাশে সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের প্রতিবাদে রাজ্য থেকে রাজনীতির যখন তোলপাড়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ন্যায়ের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। একদিকে শাসকদল তৃণমূলকে লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে চলেছে বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিও উঠেছে একাধিকবার কলকাতা র রাজপথে মিছিলের স্লোগানে। এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকে 'খামোশ' করে দিলেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। রবিবার শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, এই অপরাধের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। ধর্ষণ-বিরোধী বিল পাশের জন্য মমতার প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর কথায়, "আমিও চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন করি। একইসঙ্গে মমতাজি যে ধর্ষণ-বিরোধী বিল এনেছেন, তা ঐতিহাসিক। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু, এর জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।" বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হওয়া ধর্ষণ-বিরোধী অপরাজিতা বিলটিকে দ্রুত পাশ করানোর আবেদন জানান শত্রুঘ্ন সিনহা। মমতার পদত্যাগের দাবিরও বিরোধিতা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা। আসানসোলের সাংসদ বলেন, "রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রকে আবেদন করব, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটিকে সমর্থন করুন এবং দ্রুত পাশ করান। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করাও ঠিক নয়। এটাই যদি মানদণ্ড হয়, তাহলে মণিপুর, হাথরস, উন্নাও, কাঠুয়ার মতো ইস্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।

মণিপুরের সরকারি ভবনে সাতরঙা পতাকা উড়াল বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ভবনে হামলা চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার স্থানীয় সময় সকালের দিকে মণিপুরের রাজভবন ও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ে হামলা চালায় তারা। এ সময় ডিসি অফিসে টানানো একটি পতাকা নামিয়ে সাতরঙা একটি পতাকা উড়ায় তারা। যদিও যে পতাকাটা নামানো হয়েছে, সেটা ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে বলেছে, মণিপুরের শিক্ষার্থীরা সোমবার সেখানকার প্রধান প্রধান সরকারি ভবনে হামলা

এরপর ৪ পাতায়

অরূপ-শান্তনুদের সরিয়ে রোগী কল্যাণে শুধুই ডাক্তাররা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি থেকে এবার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'প্রতিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবে সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা সুপার। বাইরের কেউ থাকবে না'। কালীঘাট ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, রোগী কল্যাণ সমিতিতে তৃণমূলের নেতাদের রাখা নিয়ে দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে অতীতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর পরামর্শই গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রোগী কল্যাণ সমিতির নামে শাসক দলের নেতাদের হাসপাতালের বিষয়ে নাক গলানো বন্ধ করার ব্যবস্থা করল নবান্ন।তার পরিবর্তে রোগী কল্যাণ সমিতিতে থাকবেন শুধুই হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা সুপার।

হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিতে শাসক দলের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা যে তৃণমূল জমানাতে প্রথম শুরু হয়েছে তা নয়। বাম জমানাতেও একেকটি সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বে এভাবে পার্টির নেতা রাখার ব্যবস্থা ছিলেন। তৃণমূল জমানায় তা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পায়। শুধু তা নয়, সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদ নিয়ে নির্মল মাজি ও শান্তনু সেনের টানাপোড়েনও সুবিদিত। তা ছাড়া নির্মল মাজির বিরুদ্ধে অতীতে বহুবার বহু অভিযোগও উঠেছে। বর্তমান এসএসকেএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস। কলকাতা মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেন তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেন এন্টালির তৃণমূল বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। এনআরআস হাসপাতালে এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। একই ভাবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেন খোকন দাস ও গৌতম দেব।

লোকসভা ভোটের পর মানুষ বিজেপি আর মোদীকে ভয় পাচ্ছে না: রাহুল গান্ধী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের পর মানুষ বিজেপি আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভয় পাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে এমনই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের কথায়, "ভোটের ফলপ্রকাশের পর কয়েক মুহূর্তেই আমরা দেখলাম, ভারতের কেউ আর বিজেপি কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে ভয় পাচ্ছেন না।"

রাহুল দাবি করেন যে, লোকসভা ভোটের ফলাফলে তার নিজের কিংবা কংগ্রেসের জয় হয়নি, মানুষের ইচ্ছার জয় হয়েছে। রাহুলের বক্তব্যে এসেছে আরএসএস প্রসঙ্গও। আরএসএসের সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শগত ফারাকের কথা উল্লেখ করে রাহুল বলেন, "আরএসএস বিশ্বাস করে ভারত আসলে একটি ধারণা। আর আমরা মনে করি ভারত হল বহু ধারণার সমন্বয়।" নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয় এবং জাতিগত বৈচিত্রের কথাও উল্লেখ করেন লোকসভার

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৪ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

আজ বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে ফিরতে হবে ডাক্তারদের, কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের প্রতিবাদে প্রায় একমাস ধরে কর্মবিরতি পালন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। বিচার না মেলা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে গত রবিবার রাতে সাফ জানিয়ছিলেন তাঁরা। তবে এবার তাঁদের প্রতি কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আর জি কর মামলার শুনানির সময়ে শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে ফিরতে হবে চিকিৎসকদের।দুপক্ষের সওয়াল-জবাবের পর প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ডাক্তারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্যকে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় কাজ করবেন এসপি এবং জেলাশাসকরা। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো থেকে শুরু করে আরও নানা পদক্ষেপ করা হবে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। তবে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতেই হবে। আগামিকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে কাজে যোগ দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এর অন্যথায় রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেই পারে। সিনিয়র ডাক্তাররা কাজ করছেন বলে কর্মবিরতি চলবে এটা হতে পারে না।নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যদি তাঁরা কাজে না ফেরেন, তাহলে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য। তবে আদালত এটাও জানায়, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যকে।

এদিন আর জি কর মামলায়(RG Kar Case) দ্বিতীয় দফার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চে। আন্দোলনকারী ডাক্তারদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী গীতা লুথরা। তিনি বলেন, শুধু কলকাতা নয়, বিভিন্ন জেলা হাসপাতালেও জুনিয়র ডাক্তাররা হুমকির মুখে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না হলে তাঁরা কাজ করতে পারছেন না। কর্মবিরতি প্রসঙ্গে লুথরা বলেন, সিনিয়র ডাক্তাররা কাজ করছেন। ফলে পরিষেবা ব্যাহত হয়নি।পালটা রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলের যুক্তি, কর্মবিরতির জেরে ২৩ জন রোগী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় ৬ লক্ষ রোগী বিপদে। হাজার রোগীর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি আটকে রয়েছে। এবার তাঁদের কাজে ফেরাতে রাজ্য পদক্ষেপ নিতে চায়। শীর্ষ আদালতের কাছে সেই অনুমতি চান সিব্বল। তিনি আরও বলেন, আহত পুলিশকর্মীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

লক্ষ্ণৌতে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায়

ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, নিহত ও আহতদের জন্য ত্রাণ সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন তাঁর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে

নতুন দিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌয় আজ একটি বাড়ি ভেঙে পড়ায় কয়েকজন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এক্স-গ্র্যাশিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রত্যেক আহত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে ত্রাণ সহায়তা। এসম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন : "লক্ষ্ণৌয়ে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে; তা খুবই মর্মান্তিক। নিহত ব্যক্তিদের জন্য আমি প্রার্থনা জানাই। কামনা করি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এক্স-গ্র্যাশিয়া দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে। আহত প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।"

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ছোটবেলার গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে মনসা দেবী সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলাম তা আমি আজ আমার কলমে লিপিবদ্ধ করে এই লেখাটি ইতিবৃত্ত করতে চাইছে ।শিব বলেন, যদি চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা দিতে রাজী হয়, তবে দুনিয়ায় মনসার পূজার প্রচলন হবে। শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগর তুচ্ছ নারীকে পূজা দিতে রাজী হন না। উল্টা মনসাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। যে কারণে মনসার রোষে চাঁদের চম্পকনগরে সাপের উপদ্রুব শুরু হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

বিভ্রান্ত করলেন মহাদেবকে। মহাদেবের চলার পথে গভীর রাতেই ডাকলেন মোরগের ডাক। বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে গেলেন মহাদেব শুচিন্দ্রমে। ভাবলেন ভোর হয়ে গিয়েছে। আর অগ্রসর হলেন না। মহাদেব রয়ে গেলেন শুচিন্দ্রমে। এদিকে দেবী কুমারীর আকুল প্রতীক্ষার অবসান হল সূর্যোদয়ে। সাগরের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিবাহের সমস্ত উপচার। নারদের ইচ্ছা পূরণ হল বিষ্ণুর করুণায়। যথাসময়ে বার্ণাসুরকে বধ করলেন দেবী কুমারী। দেবী বার্ণাসুরের অন্তিম প্রার্থনায় তাঁর দেহরক্ষার স্থানটিকে বাণতীর্থ নামে প্রচারিত করলেন তিনলোকে। সে তীর্থ আজও আছে এখানকার সাগরতীরে। এ সব কথা ও কাহিনি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কুমারিকাখণ্ডের। এ কথাই দেবীর আবির্ভাব কথা ।কুমারী পুজো মূলত সাত্ত্বিক পুজোর অঙ্গবিশেষ। এক থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা এবং ঋতুমতী না হওয়া কুমারীই প্রধানত এই পুজোর যোগ্য ।কুমারী পুজোয় বিভিন্ন বয়েসের কন্যাকে পুজো করা হয় বিভিন্ন নামে। এই পুজো দুর্গাসপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কুমারী বালিকাকে পুজো করা হয় দেবী জ্ঞানে।তান্ত্রিক মতবাদের প্রতিফলন বলে সমস্ত শক্তিপীঠেই কুমারী পুজো করা হয়। তবে দেবীতীর্থ কামাখ্যাতে তীর্থযাত্রীরা প্রতিদিনই কুমারী পুজো করে থাকেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কথায়, দেবী অম্বিকা কুমারী কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবতাদের সামনে, নির্দেশ দিয়েছিলেন বেলগাছে দেবীর বোধন করতে। দেবীকে কুমারী নামে অভিহিত করা হয়েছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। একমাত্র কন্যাকুমারীর মন্দিরে দেবীনামের ঐতিহ্য বহন করছে কুমারী প্রতিমার পুজো করে।সর্বত্র ও সমস্ত শক্তিপীঠে কুমারী পুজোর ফল অশেষ। যেকোনও জাতির

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সন্দীপের নতুন ঠিকানার হদিস বহরমপুরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দরজার বাইরে তালা ঝুলছে। বন্ধ কোলাপসিবল গেটের মধ্যে ঝুলের দাপট। বহরমপুরের গোরাবাজার এলাকার এক আবাসনের ওই বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ ফ্ল্যাটের মালিকের নাম সন্দীপ ঘোষ!উল্লেখ্য, আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সেখানকার তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলছে। ওই মামলা বেশ অনেক বার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে হয়েছে। পরে আরজি করের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের মামলায় সন্দীপকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। সেই মামলাতেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তদন্ত শুরু করেছে অন্য এক তদন্তকারী সংস্থায় ইডি। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই দিন কয়েক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের একটি বাংলোতে হানা দেয় তারা। জানা যায়, সেই বাংলোটি সন্দীপের। ক্যানিং-২ ব্লকের ঘুটিয়ারি শরিফের নারায়ণপুর মৌজায় কয়েক'শ বিঘা ফাঁকা জমির মাঝেই মাথা তুলেছে ওই সবুজরঙা দোতলা বাংলোটি। বাংলোর উপরে লেখা 'সঙ্গীতাসন্দীপ ভিলা'। জমির চারপাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ক্যানিং ছাড়াও আরও কয়েক জায়গায় সন্দীপের সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে এই ক'দিনে। এ বার সেই তালিকায় যোগ হল বহরমপুরেই এই ফ্ল্যাটটি। গোরাবাজার এলাকার 'সবিতা রেসিডেন্সি' নামে এক আবাসনের পাঁচ তলায় রয়েছে সন্দীপের ওই ফ্ল্যাট।আবাসিকদের দাবি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ যখন কর্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তখনই ওই ফ্ল্যাটটি কিনেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে তিনি ক'বার সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে থেকেছেন, তা মনে করতে পারছেন না ওই আবাসনের আবাসিকেরা। তবে অন্য এক আবাসিক দাবি করছেন, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে বদলি হয়ে আসার পর মাত্র এক বারই ওই আবাসনে পা রেখেছিলেন সন্দীপ।আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা অবশ্য দাবি করছেন, গত চার বছরের মধ্যে এক বারও 'ডাক্তারবাবু'কে চোখে দেখেননি। তবে তিনি জানেন ওই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম সন্দীপ। আবাসনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জগন্নাথ দাস বলেন, "গত চার বছর ধরে এই আবাসনে ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখিনি। তবে অনেকের মুখ থেকে শুনি তালা বন্ধ ওই ফ্ল্যাটটি ডাক্তারবাবুর।" ওই ফ্ল্যাটে না এলেও সময় মতোই আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মিটিয়ে দিতেন তিনি। আবাসিকদের দাবি, অনলাইনেই রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মেটাতেন সন্দীপ। আবাসনের নীচে পার্কিংলটে একটি গ্যারাজও আছে তাঁর নামে। অবশ্য সেই গ্যারাজটি বর্তমানে ইসলামপুরের এক জন ব্যক্তি ভাড়া নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বিদ্যুতের বিলও নাকি অনলাইনেই জমা দিতেন সন্দীপ, এমনই দাবি আবাসিকদের।ওই আবাসনের এক আবাসিকের দাবি, "দীর্ঘ দিন সন্দীপকে দেখা যায়নি এই ফ্ল্যাটে। মাঝে দু'-এক দিন অন্য এক জন ওই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। ছিলেন কিছু ক্ষণ। তার পরেই চলে যেতেন।" আবাসনের ঠিক সামনের এক দোকানদারের কথায়, 'ডাক্তারবাবু যখন নতুন হাসপাতালে ছিলেন, তখন উনি এখানেই থাকতেন। মাঝেমধ্যেই আমার দোকানে আসতেন। বদলি হওয়ার পর থেকে আর কোনও দিন ওঁকে দেখিনি। পরে শুনেছিলাম উনি আরজি করের অধ্যক্ষ হয়েছেন।"

গোরাবাজারের এই ফ্ল্যাট সন্দীপ কবে, কার থেকে কিনেছিলেন তা নিয়ে অবশ্য আবাসিকেরা কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৎকালীন সন্দীপ 'ঘনিষ্ঠ' এক আবাসিক জানিয়েছেন, শুধু গোরাবাজারে নয়, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের ঠিক সামনে স্বর্ণময়ী এলাকাতেও দু'হাজার বর্গফুটের আরও একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে নাকি সন্দীপের।

৩ পাতার পর

মণিপুরের সরকারি ভবনে সাতরঙা পতাকা উড়াল বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা?

চালিয়েছে। শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাজভবন ও থৈবালের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে।

এর আগে, রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের দাবিতে রাজধানী ইম্ফলের রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এ সময় তারা রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারি প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করে।

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা রাজ্যের বর্তমান নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে অপসারণ ও মণিপুরে শান্তি ফেরাতে রাজ্য সরকারের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীরা বলছে, চলমান সংকটকে আরও ভালোভাবে মোকাবেলা করার জন্য নিরাপত্তা অভিযানের দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নেওয়া উচিত।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের বাসভবনে হামলার চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করেছেন। পরে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাজভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মণিপুরের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সরকারি অফিস থেকে একটি পতাকা নামিয়ে সেখানে নতুন করে আরেকটি পতাকা উড়ানোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ইস্টমোজোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা নতুন করে যে পতাকাটি উড়িয়েছেন সেটি কাঙ্গলিপাক বা সালাই ট্যারেট পতাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৩ পাতার পর

লোকসভা ভোটের পর মানুষ বিজেপি আর মোদীকে ভয় পাচ্ছে না: রাহুল গান্ধী

বিরোধী দলনেতা।

লোকসভা ভোটের আগে তার কী ভূমিকা ছিল, সে কথা ব্যাখ্যা করে রাহুল জানান, তিনি মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বোধ জাগাতে চেয়েছিলেন। রায়বরেলীর কংগ্রেস সাংসদের কথায়, "আমি ভেবে দেখলাম আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি দলের মধ্যেই যেগুলির অভাব রয়েছে, সেগুলি হল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং নম্রতা।"

লোকসভা ভোটের প্রচারে বার বার দেশের সংবিধানকে রক্ষা করার কথা জানিয়েছিলেন রাহুল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমি সংবিধানকে তুলে ধরেছিলাম। মানুষ বুঝতে পেরেছিল, আমি কী বলতে চেয়েছিলাম।" প্রসঙ্গত, তিন দিনের সফরে আমেরিকা গিয়েছেন রাহুল। রাহুলের সঙ্গে রয়েছেন ওইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদাও। ডালাসে রায়বরেলীর কংগ্রেস সাংসদের প্রশংসা করে পিত্রোদা বলেন, "রাহুল পাপ্পু নন, তিনি এক জন উচ্চশিক্ষিত। যে কোনও বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারেন। খুব ভাল রূপরেখা তৈরি করতে পারেন। তাকে বোঝা সহজ নয়।"

সিনেমার খবর

পর্দায় ফিরছেন সোনম কাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। ২০১৮ সালে ব্যবসায়ী আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করেন এ অভিনেত্রী। ২০২২ সালের ২০ আগস্ট পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। সন্তান জন্মের বেশ আগে থেকেই কাজে বিরতি দিয়েছেন। বলা যায় প্রায় ৩ বছর ক্যামেরা থেকে দূরে আছেন। তার পর্দায় ফেরার খবরে সিলমোহর দিয়েছেন তিনি নিজেই।

জীবনে ছেলে আসার পরে, নতুন করে, নতুন কাজের শুটিং শুরু করতে চলেছেন অভিনেত্রী। এর আগে যদিও একাধিক বিপণি সংস্থার সঙ্গে কাজ করছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর এই প্রথম অভিনয়ে ফিরছেন সোনম কাপুর। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'ব্লাইন্ড' ছবিতে। তবে এই ছবিটির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।

ছেলে হওয়ার পরে এটাই প্রথম কাজ হবে সোনমের। আগামী বছরের শুরুর দিকে নতুন প্রোজেক্টের কাজ শুরু করবেন সোনম। অভিনেত্রী বলেছেন, 'মা হওয়ার পর ক্যামেরার সামনে যাওয়ার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। অভিনয়েই আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ আর একজন অভিনেত্রী হিসেবে বিভিন্ন মানুষের জীবনকে বেঁচে নেয়ার যে পদ্ধতি তা আমি ভীষণ উপভোগ করি।

মানুষের চরিত্র আমায় আকৃষ্ট করে। আমি বিভিন্ন রকমের চরিত্রই ক্যামেরায় ফুটিয়ে তুলতে চাই। আমি আমার আগামী কাজটার জন্য ভীষণভাবে অপেক্ষা করছি।' সোনম আরো বলেছেন, 'আগামী বছরের শুরু থেকেই আমি আবার সেটে ফিরব। ছবির বিভিন্ন বিষয় এখনো স্থির হয়নি তাই আমি এর থেকে বেশি ছবি সম্পর্কে আর কোনো তথ্যই দিতে পারছি না। কেবল এটুকুই বলতে পারি, এটা একটা খুব বড় কাজ। আগামীদিনে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজটি নিয়ে জানানো হবে। আশা করি সেই সময়ে আমি আরো কথা বলতে পারব।'

আঘাত নিয়েই শুটিং শুরু করলেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি নাচতে গিয়ে বুকের পাঁজরে আঘাত পান বলিউড ভাইজান সালমান খান। এর ফলে বন্ধও হয়ে যায় নায়কের নতুন ছবি 'সিকান্দর' এর শুটিং। তবে সাময়িক বিরতি নিয়ে অবশেষে সেটে ফিরলেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, পাঁজরে আঘাত নিয়েই গত সোমবার থেকে শুটিং শুরু করেন সালমান খান। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছে এআর মুরুগাদস। সালমানের এই চোটের খবর এই নির্মাতারা শুরুতে গোপন রেখেছিলেন।

এরপর এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন সালমান। সেখানে নিজের আসনে বসতেই বেগ পেতে হয় নায়ককে। তা দেখে অনেকে মনে করেন, নায়কের বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে বসতে অসুবিধা হয়েছে সালমানের। কিন্তু এর পেছনে ছিল বুকের পাঁজরে চোট।

গত জুন মাসে মুম্বাইয়ে শুরু হয় 'সিকান্দর'-এর শুটিং। ৪৫ দিনের শিডিউলে মূলত অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করবেন সালমান। মুম্বাইয়ে সেট তৈরি করতেই প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালা খরচ করেছেন ১৫ কোটি রুপি। এরপর টিম পাড়ি দেবে হায়দ্রাবাদে।

সূত্রের খবর, চোট নিয়ে শুটিং শুরু করলেও ফ্লোরে অভিনেতার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিশেষ একটি দল।

'সিকান্দর' ছবিতে সালমান ছাড়াও রয়েছেন রাশ্মিকা মান্দানা, প্রতীক বব্বর এবং দক্ষিণী অভিনেতা সত্যরাজ। হায়দ্রাবাদে শুটিংয়ের জন্য একটি প্রাসাদের সন্ধানে রয়েছেন নির্মাতারা। ছবির পরবর্তী শিডিউলের শুটিং হবে আগামী নভেম্বর মাসে।

মাতৃত্বের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন দীপিকা

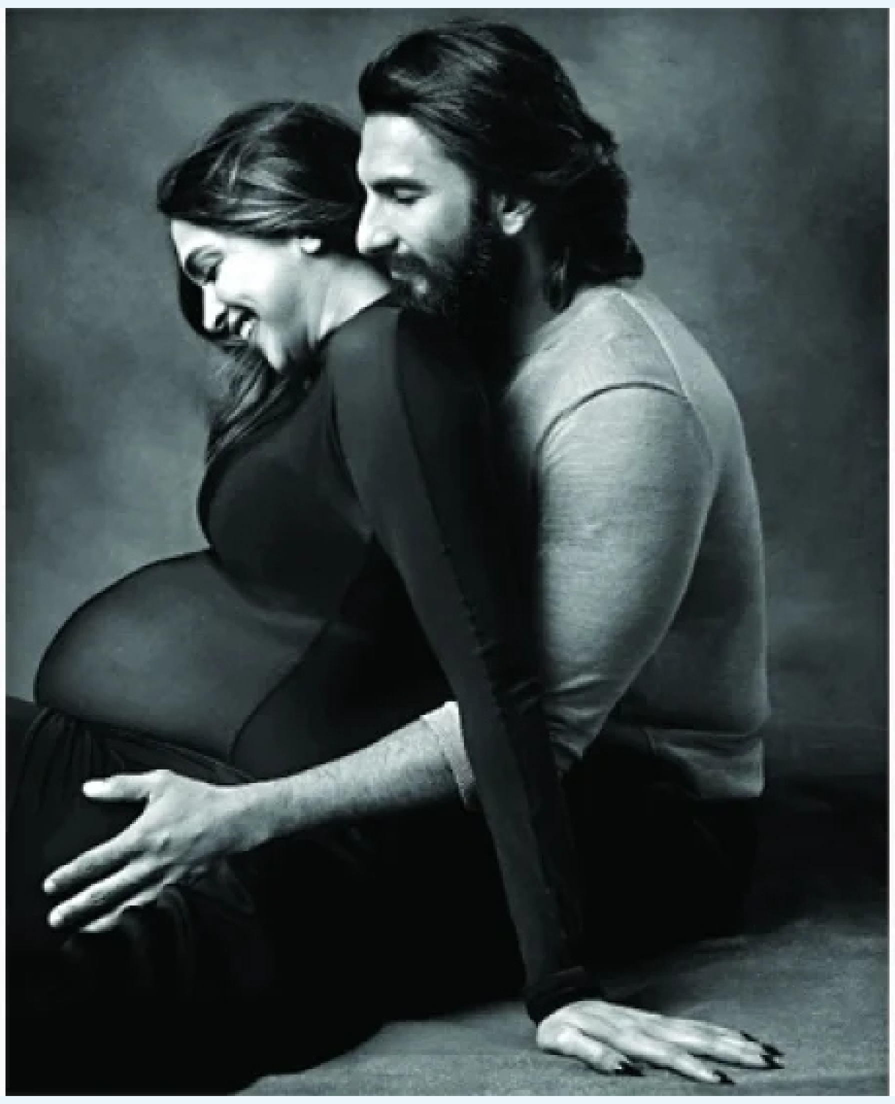

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাতৃত্বকালীন বিশেষ ফটোশুট করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। সাদা-কালো সেই ছবিই সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে দীপিকা একা নন। ফটোশুটে অভিনেত্রীর সঙ্গী হয়েছেন স্বামী রণবীর সিংহও। দুজনই হাসিমুখে ধরা দিয়েছেন সেখানে। কয়েকটি ছবিতে দীপিকা একা রয়েছেন।

আবার কয়েকটি ছবিতে রণবীর তাকে আগলে রেখেছেন। ফটোশুটের জন্য একাধিক পোশাক বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী। রণবীরের পরনে টি-শার্ট। ছবিগুলো প্রকাশ্যে আসার পরই অনুরাগীরা দম্পতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে দীপিকা সত্যিই মা হতে চলেছেন, না কি তিনি সারোগেসির সাহায্য নিচ্ছেন, তা নিয়ে গত কয়েক মাসে একাধিক জল্পনা হয়েছে। ছবি প্রকাশের পর সেই গুঞ্জনের অবসান হলো বলেই মনে করছেন দম্পতির ভক্তরা। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দীপিকা ও রণবীর সুখবর ঘোষণা করেছিলেন। সেখানেই তারা চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সন্তানের আগমনের আভাস দিয়েছিলেন। জানা গেছে, ২৮ সেপ্টেম্বর দীপিকা তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন।

দক্ষিণ মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে দীপিকাকে ভর্তি করানো হবে বলে শোনা গেছে। প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল, সন্তানের জন্ম দেয়ার আগেই দীপিকা ও রণবীর পৌঁছবেন লন্ডনে। সেখানেই নাকি এক হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেবেন অভিনেত্রী। দীপিকাকে শেষ দেখা গিয়েছে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিতে। অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন এই ছবির শুটিং করেছিলেন অভিনেত্রী। ছবিতেও এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। দীপাবলিতে দীপিকা অভিনীত ছবি 'সিংহম আগেইন' মুক্তি পাবে।

মেয়েকে নিয়ে বচ্চন পরিবারে ফিরলেন ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বচ্চন এবং বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদের জল্পনা অনেক দিন ধরেই চলছে। কিছুদিন আগে রটে যায় যে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষয়টি চরমে পৌঁছেছে। শোনা যায় জয়া বচ্চন এবং ননদের সঙ্গে সমস্যায় নাকি শ্বশুরবাড়ি টিকতে পারেননি নায়িকা।

তবে এসব নিয়ে দু'পক্ষই চুপ। তবে এবার সেই বাড়িতে ফের পা রাখলেন ঐশ্বরিয়া। দীর্ঘদিন পর গত সোমবার অমিতাভ বচ্চনের বাসভবন জলসায় গিয়েছেন ঐশ্বরিয়া ও তার মেয়ে আরাধ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির বাইরে গাড়ি থেকে নামছেন ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্য। স্কুল ইউনিফর্মে দেখা গেছে আরাধ্যকে। ঐশ্বরিয়া পরেছেন সবুজ রঙের পোশাক। মা-মেয়ে জলসার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় পোজ দেননি। ঐশ্বরিয়াকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তড়িঘড়ি করেই তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছেন। ভিডিও প্রকাশ হতেই ভক্তদের মনে প্রশ্ন, তবে কি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরলেন অভিনেত্রী?

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ঐশ্বরিয়াকে বিয়ে করেন অভিষেক। ২০১১ সালে তাদের কন্যাসন্তান আরাধ্যর জন্ম হয়।

আমার ছেলে

যুবরাজ সিংয়ের জীবনটা ধ্বংস করেছে ধোনি, ওকে ক্ষমা করবো না: যোগরাজ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০০৯ ও ২০১১ এই দুই সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটে। কেননা এই দুই সালেই টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল মেন ইন ব্লু'রা। যে দলের অন্যতম সদস্য মাহেন্দ্র সিং ধোনি ও যুবরাজ সিং। দুজনের জুটিতেই সাফল্য পেয়েছিলো টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ছেলের সেই সতীর্থের ওপর নারাজ যুবরাজের বাবা সাবেক ক্রিকেটার যোগরাজ সিং। এমনকি গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন মাহি'র বিরুদ্ধে।

জি সুইচের এক ইউটিউব চ্যানেলে এসব কথা বলেছেন যোগরাজ। জানালেন ধোনিকে কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি। যোগরাজ সিং বলেন, আমি মাহেন্দ্র সিং ধোনিকে কখনোই ক্ষমা করবো না। ওর উচিত আয়নায় নিজের মুখ দেখা। সে অনেক বড় ক্রিকেটার, কিন্তু আমার ছেলের সাথে যা করেছে, তা এখন সামনে আসছে। যেটি ক্ষমার আযোগ্য।

বরাবরই ঠোঁট কাটা স্বভাবের এই সাবেক ক্রিকেটার। তাই তো এসব কথা বলতে দ্বিতীয়বারও ভেবে দেখেননি যোগরাজ। যে কোনো পরিস্থিতিতেই নিজের মতামত প্রকাশ করেন তিনি। এবারও হয়নি ব্যতিক্রম।

যোগরাজ সিং বলেন, ধোনি আমার ছেলের জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে। যুবরাজ অনায়াসে আরও ৪-৫ বছর খেলতে পারতো। আমি গর্বের সাথে বলতে চাই, তার মতো ছেলে সকলের জন্য দেয়া উচিত। এমনি গৌতম গাম্ভীর ও বীরেন্দর শেবাগও বলেছে তার মত দ্বিতীয় কেউ হবে না। ক্যান্সার নিয়ে খেলে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর জন্য যুবরাজকে ভারত রত্ন দেয়া উচিত।

২৮ বছরের খরা কাটিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ভারত ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের পরই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার খবর পান যুবরাজ। সুস্থ হয়ে আবারো মাঠের লড়াইয়ে ফেরেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ভারতের হয়ে অংশ নেন ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এমনকি ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন তিনি। যদিও এর মাঝের সময় গুলোতে বেশ কয়েকবার দলের একাদশে আশা-যাওয়ার মিছিলে ছিলেন যুবরাজ।

গুঞ্জন আছে ২০২৫ সালের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসেরে কোচ হতে পারেন যুবরাজ। যদিও ক্রিকেট ছাড়ার পর এখনও কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন নি তিনি। বিপরীতে ২০২৫ সালের আইপিএলে ধোনির খেলা এখনো অনিশ্চিত। কেননা এই বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি ধোনি অথবা চেন্নাই সুপার কিংস।

ইউএস ওপেনের

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গফের বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউএস ওপেনে বড় মাপের খেলোয়াড়দের পতনের তালিকা লম্বা হচ্ছে। এবার তাতে যুক্ত হলো কোকো গফের নাম। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লামের চতুর্থ রাউন্ডে বিদায় নিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।

ভুলে ভরা ম্যাচ খেলে হারতে হয়েছে গতবারের নারী একক চ্যাম্পিয়নকে। এমা নাভারোর বিপক্ষে ১৯ ডাবল ফল্ট ও ৬০ আনফোর্সড এররের মাশুল গুনতে হয়েছে তৃতীয় র‍্যাঙ্কিংধারী গফকে। ৬-৩, ৪-৬, ৬-৩ গেমে জিতে পরের রাউন্ডে উঠেছেন নাভারো। বাংলাট্রিবিউন

২০ বছর বয়সী গফের বিদায়ে এখনও শেষ ইউএস ওপেন শিরোপা ধরে রাখা নারী হিসেবে টিকে থাকলেন ২০১৪ সালে এই কীর্তি গড়া সেরেনা উইলিয়ামস।

এই আসরে এর আগে ছেলেদের এককের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচ তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় নেন। ১৮ বছরের মধ্যে এত আগে কখনও ছিটকে যাননি সার্ব তারকা। তার আগে নিউইয়র্কে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজের হেরে যান দ্বিতীয় রাউন্ডে।

ফোডেন-পালমারদের ছাড়াই ইংল্যান্ড দল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ন্যাশনস লিগের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে দলগুলো। অভিযান শুরু করতে নামছে ইংল্যান্ডও। তবে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলার ছাড়াই এ অভিযানে নামতে হচ্ছে ইংলিশদের। ফিল ফোডেন, কোল পালমার ও অলি ওয়াটকিনসকে ছাড়াই ন্যাশনস লিগের জন্য দল ঘোষণা করেছেন ভারপ্রাপ্ত কোচ লি কার্সলি।

ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গত মৌসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করা ফোডেন নতুন মৌসুমে এখনও মাঠে নামেননি। অসুস্থতার কারণে ইংল্যান্ডের অনুশীলনে যোগ দেননি তিনি। আরও কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। যে কারণে বিকল্প ভাবতে হচ্ছে কোচকে।

চেলসি ফরোয়ার্ড পালমার ও অ্যাস্টন ভিলার ফরোয়ার্ড ওয়াটকিনস যোগ দিয়েছিলেন সেন্ট জর্জেস পার্কে জাতীয় দলের অনুশীলনে। তবে চোটের অবস্থা পর্যালোচনা করে দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয় স্কোয়াড থেকে। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে জানায়, দুজনই নিজ নিজ ক্লাবে ফিরে পুনর্বাসন চালিয়ে যাবেন।

ডাবলিনে শনিবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ন্যাশনস লিগ শুরু করবে ইংল্যান্ড। তিন দিন পর দেশের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ ফিনল্যান্ড। গত ইউরোর ফাইনালে স্পেনের কাছে পরাজয়ের পর ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ হবে এটি। ওই আসরের পর কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেন গ্যারেথ সাউথগেট। আপাতত দায়িত্ব চালাবেন কার্সলি।

এ দুই ম্যাচের জন্য ম্যানচেস্টার সিটির মিডফিল্ডার জ্যাক গ্রিলিশকে দলে নিয়েছেন কোচ। সর্বশেষ ইউরোর স্কোয়াডে ছিলেন না তিনি। পরে গ্রিলিশ বলেছিলেন, এটি ছিল তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত এবং তার হৃদয় ভেঙে গেছে। গ্রিলিশের মতোই ইউরোর দলে জায়গা না পাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ারকেও ফেরানো হয়েছে দলে।

পূর্ণ স্কোয়াড

গোলরক্ষক : ডিন হেন্ডারসন (ক্রিস্টাল প্যালেস), জর্ডান পিকফোর্ড (এভারটন), নিক পোপ (নিউক্যাসল ইউনাইটেড)।

ডিফেন্ডার : মার্ক গুইয়ি (ক্রিস্টাল প্যালেস), এজরি কনসা (অ্যাস্টন ভিলা), জন স্টোনস (ম্যানচেস্টার সিটি), ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড (লিভারপুল), লেভি চিলউইল (চেলসি), রিকো লুইস (ম্যানচেস্টার সিটি), টিনো লিভরামেন্টো (নিউক্যাসল), হ্যারি ম্যাগুয়ার (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড)।

মিডফিল্ডার : কনর গ্যালাঘার (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), কোবি মাইনু (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ডেক্লান রাইস (আর্সেনাল), মরগান গিবস-হোয়াইট (নটিংহাম ফরেস্ট), অ্যাঞ্জেল গোমেস (লিল)।

ফরোয়ার্ড : জার্ড বোয়েন (ওয়েস্টহ্যাম), এবেরেচি ইজে (ক্রিস্টাল প্যালেস), জ্যাক গ্রিলিশ (ম্যানচেস্টার সিটি), অ্যান্থনি গর্ডন (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), হ্যারি কেন (বায়ার্ন মিউনিখ), ননি মাদুকে (চেলসি), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল)।

তবুও আত্মবিশ্বাসী টেন হাগ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ড' ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ঘরের মাঠ। হাতের তালুর মতো চেনা এই মাঠে গতকাল রাতে ধুঁকেছে ম্যানইউ। লিভারপুলের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি এরিক টেন হাগের শিষ্যরা। প্রায় ৭৪ হাজার দর্শকের সামনে লজ্জার মাথা নোয়াতে হয়েছে তাদের। অল রেডসদের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে স্বাগতিকরা। হার এবং শিষ্যদের পারফরম্যান্স মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে কোচ এরিক টেন হাগের। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, আমি হ্যারি পটার নই যে জাদুর ছোঁয়ায় সব বদলে দেব।'

প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। যার একটি মাত্র ম্যাচ তাদের পক্ষে, দুটিতে হেরেছে। এর পেছনে ফুটবলারদের চোট অনেকাংশে দায়ী। টেন হাগ বলেছেন, বিষয়টা এমন নয় যে, আমি হ্যারি পটার। এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। তিন জন ছিল, যারা মৌসুমে প্রথমবার শুরুর একাদশে খেলেছে।'

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধের পর ব্রাজিলিয়ান কাসেমিরোকে তুলে নেন টেন হাগ। মূলত তার ভুলেই প্রথমার্ধে দুই গোল হজম করে লিভারপুল। এছাড়া ম্যানইউতে সদ্য যোগ দেওয়া মানুয়েল উগার্তেকে এখন পর্যন্ত নামানানি টেন হাগ। তার মতে, নতুনদের মানিয়ে নিতে এখনও সময়ের দরকার। বলেছেন, 'মানুয়েল উগার্তে এক মিনিটও খেলেনি। তার ফিটনেসের উন্নতি দরকার। তারপর তাকে নিয়ে দল সাজাতে হবে। আমি নিশ্চিত, সে দলে অবদান রাখবে।'

টেন হাগের অধীনে ইউনাইটেড সর্বশেষ দুই মৌসুমে একটি লিগ কাপ এবং একটি এফএ কাপ জিতেছে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে তৃতীয় মৌসুম কাটানো ডাচ কোচের মতে এবারও মৌসুমের শেষ দিকে ট্রফি জয়ের সুযোগ তৈরি করবে তার দল, 'মৌসুমে মাত্র তৃতীয় ম্যাচ গেল। অনেকবারই বলেছি আমাদের নতুন দল তৈরি করতে হবে। আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমি খুবই আত্মবিশ্বাসী মৌসুমের শেষ দিকে আরেকটি ট্রফি হাতে তোলার বড় সুযোগ পাব আমরা।'

বার্সায় নতুন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন নেই: রাফিনহা

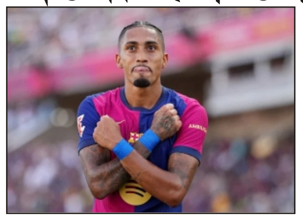

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উইঙ্গার হিসেবে এক প্রান্তে লামিনে ইয়ামালকে পেয়ে সন্তুষ্ট হলেও অপর প্রান্তে তার নতুন সঙ্গীর জন্য হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছে বার্সেলোনা। নিকো উইলিয়ামস, রাফায়েল লিয়াও, লুইস দিয়াজের মতো খেলোয়াড়দের নাম ছিল তালিকায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় লা লিগার ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে'। তবে এখন দলে নতুন কোনো খেলোয়াড়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা।

শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে রিয়াল ভায়াদলিদকে ৭-০ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সেলোনা। দলের এমন উড়ন্ত পারফরম্যান্সের মূল নায়ক ছিলেন রাফিনহা। নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক তুলে নিয়েছেন। সঙ্গে করেছেন সতীর্থের গোলে সহায়তাও।

তবে এবারই নতুন নয়, এর আগেও অনেক ম্যাচে জ্বলে উঠেছিলেন রাফিনহা। কিন্তু ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। যে কারণে তাকে বিক্রি করে নতুন উইঙ্গার আনার চেষ্টাও করেছে বার্সেলোনা। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। তবে গত মৌসুমের শেষ দিকে থেকে শুরু করে চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দারুণ খেলে যাচ্ছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ভায়াদলিদের বিপক্ষে তো করলেন ক্যারিয়ারের সেরা পারফরম্যান্স।

ম্যাচ শেষে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই ব্রাজিলিয়ান বললেন, 'জানি না, এটাই আমার সেরা পারফরম্যান্স কি না। তবে অবশ্যই সেরাগুলোর একটি। খুবই খুশি আমি, আমার প্রথম হ্যাটট্রিক এটি। চেষ্টা করব সামনে আরও ভালো খেলতে এবং যত বেশি সম্ভব (গোল) করতে। দলকে জেতাতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। খুব ভালো লাগছে। ছুটি থেকে ফেরার পর কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। তার ফল মিলছে। জানতাম, আমার জন্য এই মৌসুম খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সতীর্থদের সহায়তা করার জন্য নিজেকে সেরা রূপে রাখতে হবে আমাকে।'

এদিকে গ্রীষ্মের ট্রান্সফার উইন্ডো শেষ। একজন উইঙ্গার দলে টানতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে দলে। তবে সেতার কোনো প্রয়োজন দেখছেন না রাফিনহা। 'আজকের ম্যাচেই ফুটে উঠেছে যে, নতুন কোনো ফুটবলার আনার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা খুব ভালো ফর্মে আছি। ম্যাচে ও অনুশীলনে নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে গোটা দল। আমরা একতাবদ্ধ থেকে মাঠে নামায় কাজ করছি এবং আজকের ম্যাচের ফলেই সেটিই প্রতিফলন পড়েছে।'

বাবর আজমকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এড়িয়ে চলার পরামর্শ রমিজ রাজার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্যাট হাতে সাম্প্রতিক সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাবর আজমের। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টেও ছিলেন ব্যর্থ। সবশেষ সাত টেস্টে নেই কোনো ফিফটি। এমনকি গত এক বছরে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ডানহাতি এই ব্যাটারের সেঞ্চুরি কেবল একটি। আর এই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে তাকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পিসিবি প্রধান রমিজ রাজা। অলআউট স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডির ব্যাটিং পিচে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে কোনো রান না করেই শরিফুল ইসলামের বলে আউট হন বাবর। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেটের পেছনে লিটন দাস ক্যাচ না ফেললে আবারও শূন্য রানে সাজঘরে ফিরতেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তার ২২ রানের ইনিংসটি থামান নাহিদ রানা।

প্রথম ইনিংসে ফিল্ডিংয়ের সময় ১৫০ রানে থাকা মুশফিকুর রহিমের ক্যাচ ফেলেন বাবর। আরও ৪১ যোগ করে মুশফিক ফেরেন ১৯১ রানে। এরপর বাংলাদেশের কাছে ১০ উইকেটে হারের পর পাকিস্তান দলের সঙ্গে বাবরের পারফরম্যান্সেরও বেশ সমালোচনা হয়। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তারকা এই ব্যাটারকে নিয়ে বেশ ট্রল হয়।

রান করার দিক দিয়ে গত এক দশকের মধ্যে পাকিস্তানের সেরা ব্যাটার ধরা হয় বাবরকে। কিন্তু গত এক বছরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ও টুর্নামেন্টের কোনোটিতেই রানের দেখা নেই তার ব্যাটে। পুরো ক্যারিয়ারে গড় ৪৭ দশমিক ৭৩ হলেও গত এক বছরে ডানহাতি এই ব্যাটারের খেলা ৩৭ ম্যাচে তার গড় ৩৬ দশমিক ০৮।

বৃহস্পতিবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাবরের বাজে সময় নিয়ে আলোচনা করেন রমিজ। পাকিস্তানের এই সাবেক অধিনায়কের মতে, দলের ব্যর্থতায় অনেকে জড়িত থাকলেও সবচেয়ে বেশি ভুগতে হচ্ছে বাবরকেই।

মনে হচ্ছে, বাবরের ফর্ম ছাড়া পুরো জাতির আর কোথাও সমস্যা নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে যে দল হেরেছে, আপনিও রান পাননি আর আপনি মানুষটি বাবর আজম তাহলেই শিরোনাম হয়ে যায়। আমরা কীভাবে হারলাম? সে কী করল? তার অবদান কী?' এর সঙ্গে আছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এখানে যে কেউই সমালোচনা করতে পারেন, হাসাহাসি করতে পারেন। এগুলো যতটা সম্ভব নিরুৎসাহিত করতে হবে।

বাবরকে এখনও পাকিস্তানের সেরা ব্যাটার বলে মনে করেন রমিজ। রান খরা কাটিয়ে উঠতে পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ককে কিছু পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এড়িয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে মনোযোগ রাখতে হবে। রান না পেলে তখন এটি মানসিক খেলায় পরিণত হয় এবং অন্য ভাবনা শুরু হয়। বাবরের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। সে ব্যাপক চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই হতাশাও কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সে কীভাবে ব্যাটিং করছে।

রবীন্দ্র জাদেজা

আধুনিক ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা ফিল্ডার: জন্টি রোডস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাইশ গজে শুধু ব্যাটিং কিংবা বোলিং নয়, ফিল্ডিং দিয়েও জায়গা করে নেয়া যায় ভক্তদের মনে। শুধু তাই নয় নাম লেখানো যায় ইতিহাসের পাতায়। তাইতো ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা ফিল্ডারের নাম আসলেই যার নাম সবার আগে আসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তী জন্টি রোডস। তিনি মাঠে থাকা মানেই দেখা মিলতো অসাধারন ফিল্ডিংয়ের পশরা। এই আধুনিক যুগেও কোনো ক্রিকেটার ভালো ফিল্ডিং করলে, ভালো ক্যাচ লুফে নিলে তুলনা করা হয় জন্টি রোডসের সঙ্গে। তবে এ বার প্রোটিয়া কিংবদন্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় আধুনিক যুগে সেরা ফিল্ডার কে। উত্তরে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এক ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম।

জন্টি রোডস বলেন, দুজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে ফিল্ডার হিসাবে আমি খুব সম্মান করি। তারা হল, সুরেশ রায়না ও রবীন্দ্র জাদেজা। ওরা ভারতের দুই সেরা ফিল্ডার। তবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আধুনিক ক্রিকেটে কে বিশ্বের সেরা ফিল্ডার, তা হলে আমি জাদেজার নাম বলবো। খেলোয়াড় জীবনে বিশ্বের সেরা ফিল্ডারের তকমাটা জন্টি রোডসের নামের পাশেই। সেই রোডস আধুনিক ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা ফিল্ডার হিসাবে ভারতীয় অলরাউন্ডার জাদেজার নাম কেনো নিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার। তার মতে মাঠের যে কোনও জায়গায় ফিল্ডিং করার দক্ষতার জন্যই জাদেজা সেরা।

জন্টি রোডস বলেন, জাদেজাকে আমি সেরা বলছি, কারণ, ও যেকোনো যায়গায় ফিল্ডিং করতে পারে। ওকে মিড উইকেট, লং অন, শর্ট কভার, যে কোনো জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। ও এত দ্রুত দৌড়াতে পারে যে ওর কাছে বল গেলে ব্যাটারেরা ভয় পায়। ক্যাচ ধরা বা জোরে থ্রো করার থেকেও এক জন ফিল্ডারের আসল গুণ, কত তাড়াতাড়ি সে বলের কাছে পৌঁছতে পারে। সেই কারণেই জাদেজা সেরা।

গত কয়েক বছরে তিন ফরম্যাটেই ভারতীয় দলে খেলতেন জাদেজা। ব্যাটিং, বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিংয়ের দক্ষতার জন্যই দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন তিনি। চলতি বছর ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR